চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলি

 # চিনিকলের নাম: রাজশাহী সুগার মিলস্ লিমিটেড।

 # অবস্থান: হরিয়ান, পোস্ট: রাজশাহী সুগার মিলস্, থানা: কাটাখালী, উপজেলা: পবা, জেলা: রাজশাহী।

 # প্রতিষ্ঠাকাল:- স্থাপিত/প্রতিষ্ঠার সন-১৯৬২-৬৫ এবং উৎপাদনের শুরুর সন: ১৯৬৫-৬৬ মৌসুম।

 # চিনিকলের উৎপাদন ক্ষমতা: (টিসিডি) ২,০০০ (দুই হাজার) মে: টন।

চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি (সকল যন্ত্রপাতির ছবিসহ)

কেইন ইয়ার্ড

কেইন কেরিয়ার

ব্যাগাস কেরিয়ার

মিল হাউজ

বয়লিং হাউজ

চিনিকল এলাকার মোট আয়তন কত?

⇒

ক্রমিক নং	বিবরণ	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
ক) কারখানা/অফিস/কলোনী ও অন্যান্যঃ			
১.	কারখানা, গ্যারেজ ও ভান্ডার	১৯.২০	
২.	অফিস	১.৫২	
৩.	এমডি বাংলো, গেষ্ট হাউজ, ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও অফিসার্স হোস্টেল	৭.৯৫	
৪.	আবাসিক কলোনী	২৭.১১	
৫.	স্কুল	২.৬৮	
৬.	মসজিদ	০.৪৫	
৭.	খেলার মাঠ ও ক্লাব	১.৮২	
৮.	পুকুর	০.৬০	
৯.	রাস্তাঘাট	৬.৪৪	
১০.	অন্যান্য খাত/গর্ত/নীচু জমি	৩১.৬৪	
	মোট =	৯৯.৪৪	
খ) ফার্ম (পরীক্ষামূলক):			
১.	খামার (ফল বাগান)	৪.০০	
২.	খামার (নালা ও রাস্তা)	৫.২৮	
৩.	খামার (আবাদি জমি)	১০০.৭২	
	মোট=	১১০.০০	
গ) কেন্দ্র ও সাবজোনঃ		২০.১৩	
মিলের সর্বমোট জমির পরিমাণ		২২৯.৫৭ একর	

 # মোট চাষের জমির পরিমাণ কত?

⇒ চাষীদের জমির পরিমাণ ২৪,৯১৬.০০ একর এবং মিলে নিজস্ব খামার ৮৪.০০ একর মোট ২৫,০০০.০০ একর।

 # চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কি কি? (ডিলার মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট, ইত্যাদি- ছবিসহ)?

⇒

ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় খাত।

খ) মিলের কর্মকর্তা, কর্মচারী শ্রমিকবৃন্দের রেশন খাত।

গ) ইক্ষু চাষীদের জন্য রেশন খাত (আখ চাষীদের সরবরাহকৃত প্রতি ৩০ মণ আখের জন্য ১২ কেজি হিসাবে)।

ঘ) করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত ডিলার খাত।

ঙ) করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত দেশীয় ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান খাত।

চ) উপরোক্ত খাত সমূহের বিপরীতে বরাদ্দকৃত চিনি নির্দিষ্ট সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর অনুত্তোলিত থাকিলে খোলা বাজারে ''আগে আসিলে আগে পাইবেন'' ভিত্তিতে মিল হইতে সরাসরি বিক্রয় করা হইবে।

ছ) সরকারী প্রতিষ্ঠান খাত (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান, ফায়ার সার্ভিস, ক্যাডেট কলেজ)।

জ) প্যাকেটজাত চিনি খোলা বাজারে বিক্রয় খাত (স্থানীয় বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিক্রয়)।

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

 # চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনাসমূহ কি কি?

চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ:

⇒

১. বর্তমানে আর্থিক সংকটের কারণে ইক্ষু মূল্য ও বেতন ভাতাদি সঠিক সময়ে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

২. রাজশাহী সুগার মিলস্ লি: এর ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ব্যাংক ঋণের সুদের টাকার একটা বড় অংশ পরিশোধ করতে হয়।
৩. বর্তমানে চিনির সরকারী বিক্রয় মূল্য আখের ক্রয় মূল্য অপেক্ষা অনেক কম।
৪. প্রাইভেট সুগার মিল কর্তৃক আমদানীকৃত র-সুগার থেকে তৈরীকৃত চিনির মূল্য দেশীয় চিনি কলে আখ থেকে উৎপাদিত চিনির মূল্য অপেক্ষা কম ও সহজলভ্য হওয়ায় দেশীয় চিনিকলে উৎপাদিত চিনি অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে, ফলে চিনি বিক্রয় না হওয়ায় অর্থের অভবে কৃষকের আখের মূল্য ও শ্রমিক, কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বেতন সময়মত/নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছেনা।
৫. আখ একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল হওয়ায় চাষীরা স্বল্প মেয়াদী ফসল উৎপাদন করে কম সময়ে আর্থিক ভাবে বেশি লাভবান হওয়ায় দিন দিন আখের চাষ কমে যাচ্ছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী আখ না পাওয়ায় চিনি উৎপাদন কম হচ্ছে।
৬. আখ থেকে উৎপাদনকৃত উপজাত (বাইপ্রোডাক্ট) যেমন মোলাসেস, ব্যাগাস ও প্রেসমাড এর বাংলাদেশে যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্র না থাকায় নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করতে হচ্ছে।
৭. আখ দোআঁশ, বেলে দোআঁশ অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে চাষযোগ্য ফসল কিন্তু চাষীরা বর্তমানে আখচাষ উপযোগী জমিতে আখ আবাদ না করে যে জমিতে অন্যান্য ফসল হয় না এবং নিচু জমিতে ও বিভিন্ন বাগানে আখের চাষ করছেন যার ফলে আখের উৎপাদন কম হচ্ছে এবং উৎপাদিত আখে চিনি আহরণের পরিমাণ কাঙ্খিত হারে পাওয়া যাচ্ছে না।
৮. বেশি রিকভারী বা চিনি সমৃদ্ধ আখের জাত না থাকায় বেশি আখ মাড়াই করেও চিনির পরিমান কম হচ্ছে।
৯. অত্র মিলটি ৫৫ বছরের পুরাতন। যন্ত্রপাতিগুলো কয়েক যুগের পূরনো হওয়ায় নির্ধারিত মাত্রায় মিল চালানো সম্ভব পর হয় না এবং আখ মাড়াই করেও সেই তুলনায় চিনি আহরণ ও চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনাসমূহ কি কি?

⇒

১. আখের মূল্যের সাথে চিনির মূল্যের সামঞ্জস্য রাখতে হবে।
২. বিদেশ থেকে আমদানীকৃত র-সুগার/রিফাইনারি এর উপর উচ্চ হারে ভ্যাট/কর আরোপের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রিফাইন চিনি বাজারজাত করণের বিষয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।
৩. আখ থেকে উৎপাদিত বাইপ্রোডাক্ট যেমন মোলাসেস এর ব্যবহার নিশ্চিত করণকল্পে ডিস্টিলারী স্থাপন, ব্যাগাস ও প্রেসমাড এর ব্যবহারের মিল পর্যায়ে ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে।
৪. মিলের ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম/ আধুনিকায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৫. বাংলাদেশ সুগার ক্রপ রির্সাস ইনিস্টিটিউট (বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা) কর্তৃক অধিক পরিমাণ চিনি সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল আখের জাত উদ্ভাবনের তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. আখ রোপনের সময়ে চাষীদের ঋণে সার ও কীটনাশক সরবরাহ করার লক্ষে মিলের চাহিদানুসারে সময়মত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ক্রয়/সংগ্রহের জন্য সময় মত আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
৭. মিলের মাড়াই মৌসুমের সময় আখ সরবরাহকারী চাষীদের সরবরাহকৃত আখের মূল্য সময়মত/নিয়মিত পরিশোধের লক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।
৮. পার্শবর্তী দেশ ভারত ও অন্যান্য দেশের ন্যায় আখ চাষ ও চিনির উপর ভূর্তুকি/ প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।
৯. বিসিক, বিএডিসি এর মত রেভিনিউ খাত থেকে মিলের কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. বর্তমানে ব্যাংক এর পাওনাকৃত সুদের টাকা মওকুফ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

 # চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল? আর কি কি করণীয়?

উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমূহ:

⇒ ১। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাচামাল আখ না পাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।
২। রাজশাহী সুগার মিল জোন এলাকায় আখের জমিতে ইটভাটা, বড়বড় পুকুর খনন, জলাবদ্ধতা, আম, লিচু, কুল ও অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি ফসলের আবাদ বেশী হওয়ায় আখের আবাদ দিন দিন কমে যাচ্ছে ফলে পর্যাপ্ত আখ না পাওয়ায় উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
৩। আখ চাষীরা সময়মত আখের মূল্য না পাওয়ায় আখের আবাদে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে।

৪। অত্র মিলটি ৫৫ বছরের পুরাতন। যন্ত্রপাতিগুলো কয়েক যুগের পূরনো হওয়ায় নির্ধারিত মাত্রায় মিল চালানো সম্ভব পর হয় না এবং আখ মাড়াই করেও সেই তুলনায় চিনি আহরণ ও চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫। মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল না থাকায় মাঠ এবং চাষী পর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের অভাবে উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্দ্যেগ নেয়া হয়েছিল:

⇒ উৎপাদন বৃদ্ধিতে চাষীদের চাহিদা মাফিক দেশীয় উৎপাদিত ইউরিয়া এবং টিএসপি সার, রোগমুক্ত উন্নতমানের বীজ এবং কীটনাশক ঋণ হিসেবে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। আখের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির অংশ হিসেবে রোপা পদ্ধতিতে আখ আবাদ এবং পদ্ধতিগত মুড়ি আবাদের জন্য নগদ ভর্তুকি বা প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া পদ্ধতি প্রদর্শনী, ফলাফল প্রদর্শণী সভা, উঠান বৈঠক ইত্যাদি সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান আছে। আখের আবাদ এবং ফলন বৃদ্ধিতে চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য চাষী প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিএসআরআই কর্তৃক উন্নত ও অধিক চিনি সমৃদ্ধ আখের জাত সমূহ বিভিন্ন পদ্ধতি প্রদর্শনের মাধ্যমে চাষীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়।

আর কি কি করণীয়:

⇒ প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগ করে নিবিড় তদারকী করে আখ আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। আখের মূল্য সময়মত পরিশোধের জন্য অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

আখের ফলন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য সংশিস্নষ্ট চাষীদের আগাম আখ রোপণ এবং পদ্ধিতিগত মুড়ি আখ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অন্যান্য ফসলের উৎপাদন খরচ এবং বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আখের মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সার্বিক ভাবে সফল আখ চাষীদের পুরস্কার/ প্রনোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করণ।

 # স্থায়ীভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল? আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

স্থায়ীভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল:

⇒ স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধির জন্য রোগমুক্ত উন্নতমানের বীজ, চাষীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশী ইউরিয়া এবং টিএসপি ও অন্যান্য রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণ ও নগদ টাকা ঋণ হিসেবে প্রতি মৌসুমে চাষীদের প্রদান করা হয়। বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত অধিক চিনি সমৃদ্ধ আখের জাত সমূহ নির্বাচিত চাষীদের মিলের নিজস্ব পরিবহণের মাধ্যমে বিনা খরচে বীজ হিসেবে রোপণের জন্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া আখের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধিতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চাষী প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর, উঠান বৈঠক ইত্যাদি সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

২০১৮-১৯ মাড়াই মৌসুম থেকে সরকার কর্তৃক আখের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা পোষ্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির মাধ্যমে চাষীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার কার্য্য চালানো হয়। ফলাফল প্রদর্শনীর মাধ্যমে চাষীদের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে:

⇒ অধিক ফলন ও চিনি সমৃদ্ধ আখের জাত উদ্ভাবন করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। আখের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধিতে আগাম আখ রোপণ একটি অন্যতম শর্ত। তাই আগাম রোপণ ও প্রদর্শনীক্ষেত স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট চাষীদের প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করে নিবিড় তদারকী জোরদার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

 # ইক্ষুখেত হতে চিনিকল সমূহে যোগযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের? এ বিষয়ে চিনিকল এর পক্ষ হতে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবিসহ)?

ইক্ষুখেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযাগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের?

⇒ ইক্ষুখেত হতে চিনিকলে যোগযোগের রাস্তাসমূহ কাঁচা/আধা পাকা ও পাকা।

এ বিষয়ে চিনিকল এর পক্ষ হতে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে

⇒ প্রতি মাড়াই মৌসুমের পূর্বে আখ পরিবহনের সুবিধার্থে মিলজোন এলাকার কাঁচা/আধা পাকা ও পাকা রাস্তাগুলো প্রকল্প অনুদান (মূলধন অনুদান) এবং পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (আবর্তক অনুদান) তহবিলের মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংস্কার/ মেরামত করে কোন রকমে আখ পরিবহণের উপযোগী করা হয়।

 # ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমণের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবি সহ)?

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন,

⇒ ইক্ষু সংগ্রহের প্রতিটি কেন্দ্রে ডিজিটাল ওজন যন্ত্রের মাধ্যমে চাষীদের মিল/ইক্ষু কেন্দ্রে সরবরাহকৃত আখের ওজন নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

লোডিং সিস্টেম

⇒ মিলের আখ ক্রয় কেন্দ্রে মিলের নিজস্ব পরিবহনে ক্রয়কৃত ইক্ষু লোডিং কার্যাদি ঠিকাদারের শ্রমিকের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমণের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে

⇒ আখ চাষীগণের ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে সরবরাহকৃত আখ মাড়াই এর নিমিত্তে মিলের নিজস্ব পরিবহনে অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে মিলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

 # চিনি বিপণনে সমস্যাসমূহ কি কি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

চিনি বিপণনে সমস্যা সমূহ কি কি?

⇒ ক) রিফাইন সুগার বাজারে প্রতি মেঃ টন ৪২০০০/- দরে বিক্রয় করে। কিন্তু অত্র করপোরেশনের প্রতি মেঃ টন এর দর ৫০,০০০/- টাকা। দর বেশীর কারনে ভোক্তাগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে রিফাইনারী সুগার ক্রয় করেন। বাজারে দেশীয় চিনির চাহিদা কম থাকায় ডিলারগণ বরাদ্দকৃত চিনি মিল থেকে উত্তোলন করেন না।

খ) রিফাইনারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পরিবহনে এবং বাকীতে তাদের উৎপাদিত চিনি বাজারজাত করেন এবং চিনি বিক্রয়ের পরে বিপণী প্রতিষ্ঠানগুলো মূল্য পরিশোধ করে থাকেন। এ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের চিনি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ করতে হয় না। অপরদিকে মিলের দেশীয় চিনি নিতে ডিলার/ক্রেতাদের চিনি সরবরাহ পাওয়ার পূর্বেই মূল্য পরিশোধ করে তাদের নিজস্ব পরিবহণ/ব্যয়ে চিনি মিল থেকে সরবরাহ নিতে হয়।

গ) রিফাইনারী চিনি দেখতে তুলনামুলক চকচকে সাদা, ঝরঝরে ও বিভিন্ন ওজনের আকর্ষণীয় মোড়কে বাজারজাত করা হয়। অপরদিকে দেশীয় চিনির রং ব্রাউন/লালচে ও দামে কেজি প্রতি ৮ টাকা বেশী হওয়ায় ভোক্তাদের দেশীয় চিনি ক্রয়ে আগ্রহ অনেক কম।

ঘ) দেশীয় চিনি প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তার পরিমাণ খুবই কম।

ঙ) রিফাইনারী চিনি বাজারজাত করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদান এবং দেশ ব্যাপি বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। অপরদিকে দেশীয় চিনি বাজারজাত করণের জন্য এরূপ ব্যবস্থা নাই।

চ) রিফাইনারী সুগারের প্যাকেটজাত প্রতিকেজির মূল্য ৬০ টাকা হলেও দেশীয় প্যাকেটজাত চিনি প্রতিকেজির মূল্য ৬৫/- টাকা হওয়ায় অসম মূল্যের কারণে প্রতিযোগীতামূলক বাজারে দেশীয় প্যাকেটজাত চিনি আশানুরূপ ভাবে বাজারজাত করা যাচ্ছে না।

এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

⇒

ক) রিফাইনারী চিনির সাথে দেশীয় চিনির মূল্যের সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

খ) দেশীয় চিনির গুণগতমাণের বিষয়ে প্রিন্ট মিডিয়া/ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) বেসরকারী/রিফাইনারী চিনির উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

ঘ) মিলের উৎপাদিত চিনি বাজারজাত করণের লক্ষে সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) অর্ধ কেজি, এক, দুই ও পাঁচ কেজি পরিমাণ/ওজণে প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

 # চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্য সহ বিস্তারিত বিবরণ।

⇒ রাজশাহী চিনিকলের অধীন আবাদী চাষযোগ্য জমি সমূহে বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা মাফিক উন্নতমানের বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে যা পরবর্তীতে মিলজোন এলাকার বিভিন্ন চাষীর জমিতে বীজক্ষেত হিসেবে রোপণের জন্য মিলের পরিবহণে চাষীর জমিতে পৌঁছে দেয়া হয়। তাছাড়া বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের ট্রায়াল প্লট করে আবাদী জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

মিলের যে সমস্ত জমি আখ আবাদ উপযোগী নয় সে সকল জমি গুলোতে বিভিন্ন রবিশষ্য যেমন-সরিষা, মসুর, মুগ কলাই ইতাদি আবাদ করা হয়। মিলস্ ক্যাম্পাসের খালি জমিতে বিভিন্ন ফলমূল, সজনা, লেবু ও শাকসবজি চাষ করা হয় এবং ভিয়েতনামী হাইব্রীড জাতের নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে।

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

 # কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই-প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?

কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়?

⇒ ১। চিটাগুড় ২। ব্যাগাস ৩। প্রেসমাড

বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই-প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?

⇒চিটাগুড় উৎপাদন, বিক্রয় ও আয়ের পরিমাণ:

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
উৎপাদন (মে:টন)	৩২৫২.১৮	১৫৪১.৫৫	৪৫২৩.২০	২৭৯১.৭০	৫০৩৫.৭০	৪৬৯৬.৩৫	৩০৪৫.০০	২৭০১.০০	২২৫৯.৯৭	৩৫৭৪.৮৫০
বিক্রয় (মে:টন)	৭৭৩৪.২৬	২২৭২.৭২	২২০.২১	৩৪১১.৭৫	৫৮৯৭.২৩	৬৭০৯.২৬	১২৪২.৩৬	৩৭৫০.০০	৩০০০.০০	২৪২২.৯২৫
টাকা (লক্ষ টাকায়)	৪৫৯.১৩	৩৭৯.০৫	২৯.৭৯	২০৬.৬৪	৩৪৭.৪৩	৪০৪.৭২	৯১.৮০	৪৬৫.৬২	৫০৬.৬০	৩৮৯.৮৪

⇒ ব্যাগাস উৎপাদন, বিক্রয় ও আয়ের পরিমাণ:

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
উৎপাদন (মে:টন)	২৯৮০৬.১৫	১৪২৯২.০০	৪০৪২২.০০	২৫৪৬৪.৭৫	৪৬৮১৯.০০	৪৩৭৬৭.০০	২৮৪৬১.০০	২৫১৬৩.০০	২১১০৬.০০	৩৩৩৮৬.০০
বিক্রয় (মে:টন)	২২৯১.১৯	৯২০.৭৬	১৬৯০.৭৪	২৩৫০.৯৮	২৮২৬.৫২	৭৭৮.৯৮	৩৬৬৯.১১	৩০৭৮.৮৯	১৫১৯.৩৬	২১৭৬.৬০
টাকা (লক্ষ টাকায়)	৮.৬৯	৫.৭৮	৯.৩২	১২.৩৬	১৩.৫৬	০.৮৫	১৭.৪৯	১৬.৯৮	১০.১২	১০.৪১

 # দক্ষ জনবল তৈরিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কি কি ?

⇒ ক। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
খ। যোগ্য জনবল উপযুক্ত পদে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
গ। কতিপয় মৌসুমি পদের জন্য (যেমন- মৌসুমি প্যান হেলাপার ও সালফার হেলপারদের) রিটেনশন ভাতা পূন: বহাল করা প্রয়োজন।
ঘ। শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করে দক্ষ জনবল তৈরী করা যেতে পারে।

 # চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে?

⇒ ক। মিলে ১ টি চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে শ্রমিক, কর্মচারী,কর্মকর্তা সহ তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
খ। মিলের আবাসিক কলোনী আছে ।
গ। মিলের একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি মসজিদ, ট্রেনিং কমপেক্সক্স, দুইটি খেলার মাঠ আছে।
ঘ। চিত্তবিনোদনের জন্য একটি জেনারেল ক্লাব, একটি অফির্সাস ক্লাব, লেডিস ক্লাব আছে।

 # চিনিকলে সিবিএ'র সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্যা কত?

⇒ সিবিএ'র সংখ্যা ১ টি এবং সদস্য সংখ্যা ১৩ জন।

 # চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)।

⇒

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
টাকা (লক্ষ টাকায়)	১৩৫.৫৫	১০৪.৬১	৬৪.৪৪	৮১.০৭	১৫৮.১৯	২৩.৩৬	৯৯.০২	১৯৮.৬১	২৫৭.১০	১৮০.৭৫

চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

 # চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্য:

⇒ মিলটি ১৯৬৪ সালে ১০০০ টন ক্ষমতা নিয়ে মাড়াই শুরু করে। ১৯৬৯ সালে ১ম বিএমআরই করে ১৫০০ মে: টন এ উন্নিত করা হয় এবং ১৯৯১-৯২ সালে পুনরায় বিএমআই করে ২০০০ মে:টন/দিন ক্ষমতায় উন্নিত করা হয়।

মিল হাউজ:

ক।	ড্রাইভিং ইউনিট (মটরসহ)	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।
খ।	কেরিয়ার চেইন লিংক+ সেপ্ট	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।
গ।	কেইন কাটর নাইফ-১	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।
ঘ।	কেইন টাকার নাইফ-২	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।

২। ফাইবারাইজার

ক।	ড্রাইভ টারবাইন (৫০০ হর্স পাওয়ার)	১৯৬৯ সাল থেকে রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে চালু আছে।
খ।	হ্যামার ইউথ শ্যাফট	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।

৩। র‍্যাক কেরিয়ার

ক।	ড্রাইভ ইউনিট (মটরসহ)	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।
খ।	কেরিয়ার চেইন	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।

৪। মিল ড্রাইভ টারবাইন

ক।	মিল ড্রাইভ টারবাইন (৬৫০ হর্স পাওয়ার)-৩ টি	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।

৫। মিল রিডাকশন গিয়ার

ক।	মিল রিডাকশন গিয়ার	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।

৬। হেড ষ্টক/মিল রোলার/বেড বীম

ক।	হেডষ্টক/মিল রোলার/ বেড বীম	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।

৭। পাম্প সমূহ

ক।	পাম্প সমূহ	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।

৮। ব্যাগাস এলিভেটর

ক।	ব্যাগাস এলিভেটর	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।

বয়লার হাউজ

১। বয়লার

ক।	বয়লার-৪ টি (১৫ টন ক্ষমতা ২৫০ পিএসআই বাষ্প চাপ)	১৯৬৪ সাল থেকে রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে চালু আছে।
খ।	বয়লার নং-৫ (৩০ টন ক্ষমতা ২৪ কেজি/ বাষ্প চাপ	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।
গ।	মেইন ব্যাগাস কেরিয়ার (ড্রাইভ সহ)	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।
ঘ।	রিটার্ণ ব্যাগাস কেরিয়ার	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।
ঙ।	ফিড পাম্প-৫টা, মটর ড্রাইভ-৩ টি, টারবো ড্রাইভ-২ টি (ক্ষমতা ১১০-১২৫ হর্স পাওয়ার	১৯৬৪ সাঃল সাল থেকে ২ টি এবং ১৯৯১ -৯২ সাল থেকে ৩ টি মোট ৫ টি চালু আছে।
চ।	আইডি ফ্যান ৪ টা ও আইডি ফ্যান ১ টা	আইডি ফ্যান ৪ টি ১৯৬৪ সাল থেকে চালু এবং আইডি ফ্যান ১ টি ১৯৯১ হতে চালু আছে।

	এফডি ফ্যান ৪ টা ও এফডি ফ্যান ১ টা	এফডি ফ্যানর ৪ টি ১৯৬৪ সাল থেকে চালু এবং এফডি ফ্যান ১ টি ১৯৯১ হতে চালু আছে।
ছ।	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১৯৬৪ সাল থেকে রক্ষণাবেক্ষণ এপর মাধ্যমে চালু আছে।

টারবাইন হাউজ:

ক।	টারবো অলটারনেটর ১ মেগা ওয়াট-২টি	১৯৬৪ সাল থেকে রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে চালু আছে।
খ।	টারবো অলটারনেটর ১.৫ মেগাওয়াট-১৪ টি	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।
গ।	২৫০ কি: ওয়াট মিটসুবিসি ডিজেল জেনারেটর	১৯৮৭ সাল থেকে রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে চালু আছে।

বয়লিং হাউজ:

ক।	হিটার-৫ টি, ১২৪৩ বর্গফিট হিটিং সারফেস প্রতিটি	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।
খ।	জুস ক্লেরিফার, ৯.৭৬ মিটার ডায়া*১৫ ফিট হাইট, তিন চেম্বার,৩৪১ ঘন মিটার ক্যাপাসিটি	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।
গ।	ভ্যাকুয়াম পাম্প, ৫০ টন ক্যাপাসিটি-১ টি ভ্যাকুয়াম পাম্প, ৪০ টন ক্যাপাসিটি-১ টি ভ্যাকুয়াম পাম্প, ৩০ টন ক্যাপাসিটি-৩	১৯৯১-১৯ সাল থেকে চালু আছে। ১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে। ১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।

প্যান সাইড:

ক।	প্যান-৪ টি	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।
খ।	প্যান-১	১৯৯১ সাল থেকে চালু আছে।

সেন্ট্রিফিউগ্যাল সাইড:

ক।	বেজ টাই এ- সেন্ট্রিফিউগ্যাল,৪ টি	১৯৬৪ সাল থেকে চালু আছে।
খ।	কন্টিনিউয়াস বি-সেন্ট্রিফিগ্যাল,২ টি	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।
গ।	কন্টিনিউয়াস সি-সেন্ট্রিফিগ্যাল,৩ টি	১৯৯১-৯২ সাল থেকে চালু আছে।

ব্যাগিং হাউজ:

ক।	সুগার হপার	১৯৬৪ সালে স্থাপিত মেরামত করে চালু আছে।
খ।	সুগার এলিভেটর	১৯৬৪ সালে স্থাপিত মেরামত করে চালু আছে।
গ।	সুগার ড্রাইয়ার	১৯৬৪ সালে স্থাপিত মেরামত করে চালু আছে।

চিনি নীতিমালা

 # ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে? চিনি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে চিনি নীতিমালায়?

⇒ ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকাররের পক্ষ থেকে চিনি রপ্তানী বাড়ানোর মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ বাজারে চিনির ক্রমাগত দরপতন ঠেকাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আখ চাষীদের পাওনা পরিশোধ করার লক্ষে চিনি শিল্পের জন্য ৫ হাজার ৫৩৮ কোটি রুপি সহায়তার প্যাকেজ দেয়া হছে।

এর আওতায় প্রতি প্রতিষ্ঠানকে চিনিতে ১১০ রুপি ভর্তুকি দেবে কেন্দ্র সরকার। রপ্তানী বাড়ানোর লক্ষে মিল গেট থেকে নির্ধারিত বন্দর পর্যন্ত চিনি পরিবহণে নিদিষ্ট অর্থ ছাড় করা হবে এ প্যাকেজ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা প্রদানের কারণে ভারতীয় চিনি উৎপাদনকারীরা দেনা থেকে কিছুটা রেহাই পাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশেও ভারতের মত ভূর্তুকি ব্যবস্থা নিলে চিনি শিল্প দায় দেনা থেকে অনেকটা রক্ষা পাবে।

 # বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে?

⇒

১। বেসরকারী সুগার মিল/র-সুগার থেকে উৎপাদিত চিনির মূল্য সরকারী সুগার মিলের উৎপাদিত চিনির মূল্যের সাথে সর্বদায় সামঞ্জস্য রাখতে হবে। বেসরকারী চিনি বিক্রয়/ বাজারজাত করণের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। প্রতি মৌসুমে উৎপাদিত চিনি পরবর্তী মৌসুম শুরুর পূর্বেই বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। খোলা বাজারে চিনি বিক্রয়ের সুবিধার্থে মার্কেটে সর্বদা চিনি বিক্রয়ের প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। প্রতিটি সরকারি/স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে মাসিক ভিত্তিতে চিনি বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

 # বেসরকারি চিনিকলসমূহ সরকারের কাছে কি কি সুবিধা পাচ্ছে আর সরকারি চিনিকলসমূহ কি কি সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনা।

বেসরকারী চিনি কলসমূহ সরকারের কাছে সুবিধা পাচ্ছে	**সরকারী চিনিকলসমূহ সরকারের কাছে সুবিধা পাচ্ছে**
১। বেসরকারী চিনিকল সমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চিনির মূল্য নির্ধারণ করে বাজারজাত করে।	১। সরকারী চিনিকলে উৎপাদিত চিনি মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।
২। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য বাড়াতে বা কমাতে পারে।	২। মিল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেও বাজারে চিনির চাহিদা বেশী হলেও চিনি মূল্য বাড়াতে বা কমাতে পারে না।

পরিবেশ সুরক্ষা

 # চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

⇒ ইটিপি স্থাপনের জন্য একনেক এ প্রকল্প পাশ হয়েছে যা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন আছে।